দৈনিক
জনকণ্ঠ

১০৮

তারিখ ... 25 AUG 1996
পৃষ্ঠা - ৮ কলাম - ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি নিহতদের স্মৃতিস্তম্ভে ভরে উঠবে

আয়োজন চলছিল বেশ ক'দিন আগে থেকে। তারপর যথাযোগ্য উৎসাহ আর উদ্দীপনার সঙ্গে প্রতীক্ষিত দিনটি উদযাপিত হলো। শিক্ষকমণ্ডলীর বক্তৃতা, স্মৃতিতর্পণ, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—এসব নিয়ে বর্ষপূর্তির সেই দুর্লভ দিনটিতে তারুণ্যের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃক্ষশোভিত 'সবুজ ঘাসের দেশ' যেন বা এক 'দারুচিনি দ্বীপের ভিতর'। এই উপলক্ষে দৈনিকে আর পত্রপত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন, খবর আর লেখালেখি হয়েছে আশাপ্রদ। বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান-উত্তর এখন শুধু ওই দিনের

প্রমিত হোসেন

কথায় একটি অনাবিল, চমৎকার, উৎসবের নিষ্কলুষ আনন্দময় স্মৃতির মধুরিমা নাড়া দেয়—দেবে সবার মনকে অনেক অনেক দিন। নতুন কথা এ নিয়ে আর বলার কিই বা আছে। বিশেষ ওই দিনটি এসেছিল, পালিত হয়েছে, চলে গেছে। এভাবেই তো শেষ হয়, হয়ে যায় এক একটি সুখের, অহিংসার, শত্রুতাহীনতার সর্বজনীন উৎসব-আয়োজন। কিন্তু একটা প্রশ্ন কি এড়িয়ে যাওয়া গেছে, ওই উৎসবের মন-মাতানো পরিবেশেও? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাকে বলা হয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড, আজ ৭৫তম বর্ষপূর্তির পরেও প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় না কি প্রতিটি বিবেকবানকে, সে আজ কোথায়? কোন আলোয় চলেছে তার ভবিষ্যতের পথরেখা? অনিশ্চয়তার বোধ যেন থমথমে একটা বাতাসের মতো নিস্তরঙ্গ ছায়া টিএসসি, ডাস, ডাকসু অফিস, প্রশাসনিক ভবনসহ ছাত্র/ছাত্রীদের হলগুলোর—বলতে কি সমস্ত ক্যাম্পাসের বর্ষার কৃষ্ণসবুজ পাতায় স্থবির হয়ে আছে, ঠিক যেন বয়সী বৃক্ষের মতো। কেন এই পরিস্থিতি? *আজ যে কেউ ক্যাম্পাসে একবার ঘুরে এলে চোখে পড়বে সমস্ত ক্যাম্পাস ভরে গেছে নিহতদের স্মৃতিস্তম্ভে। বেশি নয়, টিএসসি থেকে জগন্নাথ হলের গেটের কাছাকাছি পর্যন্ত গেলেই দেখা যাবে নিহতদের স্মৃতিস্তম্ভ এত নিকটবর্তী, দুঃস্বপ্নের মতো অকল্পনীয়। ওদিকে জহুরুল হক হল, তারপর রাউফুন বসুনিয়া তোরণ—এসব কিসের স্মৃতি বুকে নিয়ে, কিসের চিহ্ন বুকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার ৭৫তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করল/করবে ভবিষ্যতে?* এভাবে চলতে থাকলে, কে জানে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ত নিহতদের স্মৃতিস্তম্ভে পূর্ণ হয়ে যাবে একদিন। এমন অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার প্রধানতম বিদ্যাপীঠের মর্যাদা ধরে রাখতে পারবে কিনা তা নিয়ে সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ আজ চিন্তিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রাজনৈতিক সন্ত্রাসে বিপর্যস্ত হোক—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীসহ দেশবাসীর কারোরই কাম্য হতে পারে না কখনই। প্রত্যেকেরই প্রত্যাশা সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন। সেটা দেশের সমস্ত শিক্ষাঙ্গনের ক্ষেত্রেই আকাঙ্ক্ষিত। পড়াশোনা করতে এসে মায়ের বুক খালি করে যদি কোন ছাত্রের ঢলে পড়তে হয় মৃত্যুর কোলে তবে তার চেয়ে বেদনাদায়ক আর কি হতে পারে? ইতোপূর্বে অস্ত্রমুক্ত করার জন্য হলে পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে। কিছু অস্ত্র উদ্ধার করাও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মনে হয় না যে এতে সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান সম্ভব। সেটা সম্ভব কিসে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে এবং বাস্তবোচিত পদক্ষেপ নিতে হবে। সন্ধ্যাবেলার কুয়াশার মতো ছায়া চাপা ষড়যন্ত্র ধূমায়িত হয়ে উঠছে ক্যাম্পাস ঘিরে। হল দখলের পাঁয়তারা চলছে ভিতরে ভিতরে। ঠিক এমন অবস্থা পৃথিবীর আর কোন দেশের কোন বিদ্যাপীঠে অকল্পনীয় ব্যাপার। তার মানে কি? হল দখল নিয়ে আবার সংঘর্ষ আবার জঘন্য অস্ত্রবাজি, আবার মৃত্যু, আবার স্মৃতিস্তম্ভ? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—এ এক স্বপ্নভূমি। আমাদের এদেশের সমস্ত মানুষের অন্তর্লোকের ভালবাসার স্মৃতির মমতার অংশ। সেই স্বপ্নভূমি বধ্যভূমিতে পরিণত হোক আমরা কি চাইব? আমরা কি দেখতে চাইব নতুন কোন হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫তম বর্ষপূর্তির দিনে ওরা ফিরে পায় প্রাণচাঞ্চল্য। স্বপ্ন দেখে সোনার বাংলার। কিন্তু সন্ত্রাসীরা ভেঙ্গেচুরে দেয় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সেই স্বপ্নসৌধ